কেরুর পণ্যবোঝাই ট্রাকে ডাকাতি, দেড় লাখ টাকার মালামাল লুট

ঢাকা থেকে ফেরার পথে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ভিনেগার বোঝাই একটি পণ্যবাহী ট্রাকে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

এসময় ট্রাকচালকসহ পাঁচজনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা ও মূল্যবান মালামালসহ প্রায় দেড় লাখ টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে যায় সংঘবদ্ধ ডাকাতদল। এ ঘটনায় ট্রাকচালক বাবুল আক্তার সামান্য আহত হয়েছেন।

বুধবার (১৪ মে) রাত আনুমানিক ৩টার দিকে ঢাকা ওয়্যারহাউস থেকে ফেরার পথে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার হাসাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির চুয়াডাঙ্গা-উ-১১-০০১৮ নম্বরের পণ্যবোঝাই ট্রাকটি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে একটি প্রাইভেটকার দিয়ে ট্রাকটির গতিরোধ করা হয়। পরে সংঘবদ্ধ ডাকাতদল ট্রাকচালক বাবুল আক্তার, ইসমাইল, জেলহক, জুলহাস ও আবুল কালামসহ পাঁচজনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে।

এসময় ডাকাতরা তাদের কাছে থাকা নগদ ৩০ হাজার টাকা, চারটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, একটি স্বর্ণের আংটি ও গাড়ির চাবিসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। পরে ডাকাতদল নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর ৯৯৯ নম্বরে ফোন করা হলে শ্রীনগর হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পরিদর্শন করে এবং লুট হওয়া মালামাল উদ্ধারের আশ্বাস দেয়।

এ বিষয়ে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান প্রথমে জানান, বিষয়টি তাকে কেউ অবহিত করেনি। পরে খোঁজ নিয়ে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তিনি বলেন, “আমাদের কেরু অ্যান্ড কোম্পানির একটি ট্রাক ঢাকা থেকে ফেরার পথে ডাকাতির কবলে পড়েছে। তবে কোনো শ্রমিক গুরুতর আহত হয়নি।”

ঝিনাইদহে জুলাই আন্দোলনে থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

পুলিশের কাছ থেকে লুট হওয়া অস্ত্র ঝিনাইদহ থেকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় রুবেল হোসেন নামে একজন কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযানে ২৪শের জুলাই আন্দোলনের সময় থানা থেকে লুট হওয়া একটি মাল্টি ইমপ্যাক্ট সাউন্ড গ্রেনেড, একটি ককটেল ও একটি র্যান্ডম মুভ টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়।

নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলার সদর উপজেলায় দুষ্কৃতকারীদের নাশকতা সৃষ্টির আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ টিম এ অভিযান পরিচালনা করে।

সদর উপজেলার উদয়পুর এলাকায় ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি চৌকশ টহল দল এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে একাধিক মামলার আসামি রুবেল হোসেনের বসতবাড়ি থেকে উল্লিখিত বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, উদ্ধারকৃত টিয়ারগ্যাস গ্রেনেডটি বাংলাদেশ পুলিশের ব্যবহৃত সরঞ্জামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধারণা করা হচ্ছে, এগুলো গত বছরের জুলাই মাসে সংঘটিত আন্দোলনকালীন সহিংসতার সময় বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র-সরঞ্জামের অংশ।

অভিযান শেষে জব্দকৃত সব আলামত পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সামসুল আরেফিন বলেন, এ ঘটনায় যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হরে।

কোটচাঁদপুরে ডাকাতি: ৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার পাশপাতিলা গ্রামে অভিনব কায়দায় ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। অস্ত্রধারী ডাকাতরা বারান্দার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকাসহ ৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, রাত আড়াইটার দিকে পাশপাতিলা গ্রামের আবুল হোসেন ধনীর ছেলে তরিকুলের বাড়ির প্রাচীর টপকে ৫/৬ জনের ডাকাতদল বারান্দার গ্রিল কেটে এবং লক ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। ডাকাতদল নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে কোনো চিৎকার করতে নিষেধ করে বলে যে বাড়িতে ইয়াবা আছে, এই অভিযোগের তদন্তের জন্য তারা বাড়িতে ঢুকেছে। পরে গৃহকর্তা তরিকুল ও তার স্ত্রী নাসরিনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ঘরের একটি কক্ষে নিয়ে চেতনানাশক স্প্রে দিয়ে অজ্ঞান করে। তরিকুলের শাশুড়িকে অন্য কক্ষে আটক রেখে তরিকুলের রুমের আলমারি থেকে স্বর্ণালঙ্কার যার মধ্যে আট আনা ওজনের ১টি স্বর্ণের চেইন, দেড় ভরি ওজনের স্বর্ণের হার, ২ ভরি ওজনের স্বর্ণের চুড়ি, ১২ আনা পরিমাণ এক জোড়া কানের দুল, ৪ আনার স্বর্ণের আংটিসহ প্রায় ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ ৯০ হাজার টাকাসহ ৭/৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নির্বিঘ্নে চলে যায়।

পরে তরিকুলের শাশুড়ি তাদের ডাকতে গিয়ে তরিকুল ও তার স্ত্রীকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পান। তিনি আশপাশের লোকজনকে ডেকে কোটচাঁদপুর উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে দীর্ঘ সময়েও তারা স্বাভাবিকভাবে সুস্থ হতে পারেননি বলে স্বজনরা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, চুরির কায়দায় বাড়িতে ঢুকে স্বর্ণালঙ্কারসহ মালামাল নিয়ে গেছে বলে খবর পেয়েছি। তবে লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শৈলকুপায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এক দুধ ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলা শহরের কবিরপুর রামকৃষ্ণ মন্দিরের পাশে এ ঘটনা ঘটে। ডাকাতরা অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও কাঁসা-পিতলের থালা-বাসন লুট করে নিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী বাড়ির মালিক প্রতাপ কুমার সরকার জানান, রাত ১টার দিকে ক্রিকেট খেলা দেখা শেষ করে ঘরের মধ্যে খাবার খাচ্ছিলেন তারা। সে সময় একদল ডাকাত বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। তারা প্রতাপ কুমারকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ ৭০ হাজার টাকা, আড়াই ভরি স্বর্ণালংকার ও কাঁসা-পিতলের থালা-বাসন লুট করে নিয়ে যায়।

প্রতাপ কুমার বলেন, ডাকাতদের মুখে কালো কাপড় বাঁধা ছিল। তাদের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হবে। আমি চাই দ্রুত এই অপরাধীদের যেন গ্রেফতার হয়।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, ঘটনার পর রাতেই আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুতই এর সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হব।

শৈলকুপায় ৩ বাড়িতে অজ্ঞান

পার্টির হানা, নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুট

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দুধসর গ্রামে অজ্ঞান পার্টি হানা দিয়ে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুটপাট করে নিয়ে গেছে।

বুধবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। তারা ৩ টি বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে।

ভুক্তভোগী ওই গ্রামের গফুর মোল্লা জানান, গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তার পরিবারের সদস্যরা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সকালে জ্ঞান ফিরলে তারা ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান এবং মূল্যবান সামগ্রী খোয়া যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেন।

তিনি বলেন, দুর্বৃত্তরা বাড়ির সদস্যদের অজ্ঞান করে বাড়ি থেকে নগদ ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা, ৯ ভরি স্বর্ণের গহনা, জমির দলিল ও ব্যাংকের চেকবই লুট করে নিয়ে গেছে। একই ভাবে প্রতিবেশী মনোরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়িতেও হামলা চালায় তারা। এ সময় সেখান থেকে ১ ভরি স্বর্ণের গহনা ও ২ ভরি রুপার গহনা নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এছাড়াও প্রতিবেশী আরও একজনের বাড়ি থেকে ২ ভরি স্বর্ণের গহনা ও নগদ টাকা লুট হয়েছে বলে জানা গেছে।

শৈলকুপার ভাটই থানার এ এস আই রবিউল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থলে আমরা গিয়েছিলাম এবং তদন্ত চলছে। এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার জন্য অভিযান চলছে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও শৈলকুপায় একই ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে, তবে এখনও পর্যন্ত কোনো অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে স্থানীয়দের মাঝে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। এলাকাবাসী দ্রুত বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।